بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪২-০৮/০৫ | শনিবার, ২৮ শা'বান, ১৪৪২ হিজরী | ১০/০৪/২০২১ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بسم الله الرحمن الرحيم

জন কেরির সফর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মার্কিনীদের নতুন ভূ-রাজনৈতিক পরিকল্পনার অধীনে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী ও কৌশলগত সম্পদসমূহ তার ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজির জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হবে

বাইডেন প্রশাসনের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক নতুন ভূ-রাজনৈতিক পরিকল্পনার আলোকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের জলবায়ু বিষয়ক বিশেষ দূত জন কেরির বাংলাদেশ সফর বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে যুক্তরাষ্ট্র তার পররাষ্ট্র নীতি ও কূটনীতির কেন্দ্রে জলবায়ু পরিবর্তনকে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী তার ভূমিকায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনয়নে চাতুর্যপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করছে। ট্রাম্পের পূর্বসূরী সাবেক প্রেসিডেন্ট ওবামা এবং বুশ প্রশাসন কর্তৃক এগিয়ে নেয়া মার্কিন ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজির মূল লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের কাজে বাংলাদেশকে ব্যবহারের লক্ষ্যে এই তথাকথিত 'জলবায়ু পরিবর্তন' বাইডেন নেতৃত্বাধীন আমেরিকার নতুন এক পন্থা মাত্র। আমরা জানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ সরকার ও প্রশাসন পরিবর্তনের ভিত্তিতে কখনো তার পররাষ্ট্র নীতিতে পরিবর্তন আনে না; কেবলমাত্র নতুন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ধরণ ও কৌশল অনুসারে তা বাস্তবায়নের পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন আনা হয়। জন কেরি'র নিয়োগের মাধ্যমে এই নতুন ভূ-রাজনৈতিক কৌশলটির প্রকৃত স্বরূপ পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা গেছে, কারণ তিনি জলবায়ু দূত হয়েও জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলে যোগদান করেন, যে কাউন্সিল মূলত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টামন্ডলী এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক মন্ত্রীসভার কর্মকর্তাদের প্রধান ফোরাম।

চীনের প্রভাব নিয়ন্ত্রণে এই অঞ্চলে ভারতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে ইতিমধ্যেই মার্কিন ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটিজিতে ঘুঁটি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে; তাই এটা গভীর উদ্বেগের বিষয় যে, এই অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার অন্তরালে অধিকতর মার্কিন হস্তক্ষেপ পরিলক্ষিত হবে। বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী ও কৌশলগত সম্পদসমূহ মার্কিন-ভারতের স্বার্থ নিশ্চিতের কাজে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হবে, ঠিক যেভাবে মার্কিনীরা পাকিস্তানকে ভারতের স্বার্থে ব্যবহার করছে। সুতরাং, বেশ কয়েকটি কৌশলগত ইস্যুতে প্রতিরক্ষা সম্পর্ক জোরদার করার নামে ভারতীয় সেনাপ্রধান এম.এম. নারাভানি'র চলমান পাঁচদিনের বাংলাদেশ সফরকেও এই একই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে হবে। উপরন্তু, জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের নামে বাংলাদেশকে সাম্রাজ্যবাদীদের 'জলবায়ু ঋণের জালে' আরও বেশি করে জড়ানো হবে। বাংলাদেশের মার্কিনপন্থী চক্র ইতিমধ্যেই এই অর্থনৈতিক ফাঁদের প্রেক্ষাপট তৈরীর কাজে নিয়োজিত রয়েছে। *[''বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রকে অধিকতর নৈতিক দায়িত্ব বহন করতে হবে: কেরির প্রতি বাংলাদেশী পরিবেশকর্মী''। (ডেইলি স্টার, এপ্রিল ০৮, ২০২১)]*

বাংলাদেশের জনগণের অবশ্যই জানা উচিত, সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনীরা কখনোই মুসলিমদের কিংবা মানবতার কল্যাণের পরোয়া করে না। কেবল নিজস্ব পুঁজিবাদী ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে মার্কিনীরা প্রথমে কিয়োটো প্রটোকল এবং পরবর্তীতে অন্যান্য জলবায়ু পরিবর্তন উদ্যোগ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল। সুতরাং, জলবায়ু সংকট মোকাবিলার উপর মার্কিনীদের এই আকস্মিক গুরুত্বারোপ আমাদের সম্পদ ব্যবহার করে তার ঘৃণ্য এজেন্ডাসমূহ বাস্তবায়ন ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের ভূমিতে পশ্চিমা আধিপত্য বজায় রাখার জন্য দায়ী এসব পশ্চিমা-সমর্থিত বিশ্বাসঘাতক শাসকদেরকে অপসারণ করে নবুয়্যতের আদলে খিলাফতে রাশিদাহ্ ফিরিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশের উম্মাহ্'র এখন সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশের উম্মাহ্ জানতে চায়, আর কতকাল আমাদের নিষ্ঠাবান সামরিক অফিসারগণ এধরনের অবমাননাকর অবস্থায় থেকে কাফিরদেরকে

সাহায্যে বাধ্য হবে, যারা মুসলিমদের হত্যা ও তাদের সম্পদ লুণ্ঠনের কাজে কোন প্রচেষ্টাই বাকি রাখেনি! তারা কিভাবে এসব বিশ্বাসঘাতক শাসকদের কাছ থেকে সম্মান ও মর্যাদা আশা করে, যারা তাদেরকে কাফির-মুশরিকদের পরিকল্পনার কাছে সমর্পণ করে... যেভাবে ভেড়াকে জবাইয়ের জন্য উৎসর্গ করা হয়? তারা কি দুনিয়ার মোহে এতটাই বিভ্রান্ত হয়ে গেছে যে পিলখানায় তাদের ভাই ও পরিবারের সদস্যদের নৃশংস গণহত্যার কথা ভুলে গেছে? নিষ্ঠাবান অফিসারদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে, তারা খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং সালাহ্উদ্দিন-এর উত্তরসূরী; তাদের জন্য এটা হবে এক বিশাল ক্ষতির বিষয় যদি তারা এই শাসকগোষ্ঠীকে এখনই না থামায়, কারণ তারা তাদেরকে জীবনের ক্ষণিকের কিছু মুহূর্তের আরাম-আয়েশ ও আনন্দের প্রলোভন দেখাচ্ছে এবং পৃথিবীতে সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত ব্যবস্থা খিলাফত প্রতিষ্ঠার অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্বকে ভুলিয়ে দিতে চাচ্ছে।

হে নিষ্ঠাবান সামরিক অফিসারগণ, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাদেরকে তাঁর দ্বীনের পক্ষে এই যুগের সমর্থক (আনসার) ও সাহায্যকারী (হাওয়ারিয়ুন) হওয়ার প্রকৃত ক্ষমতা দিয়ে রহমত করেছেন; সুতরাং, এই সুযোগকে হাতছাড়া করবেন না এবং সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল বিশ্বাসঘাতক শাসকদের সমর্থন করে আপনাদের আখিরাতকে ধ্বংস করবেন না, যে দালাল শাসকদের সামান্য কোন দ্বিধা নাই মার্কিনীদের ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনা সমূহ বাস্তবায়ন করতে যা হবে উম্মাহ্'র সার্বভৌমত্বের ক্ষতির কারণ। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

*** فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ***

"অতঃপর ঈসা যখন তাদের (বণী ইসরাইলীদের) মধ্যে কুফরী সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারলেন, তখন তিনি বললেন: কারা আছে আল্লাহ্'র পথে আমার সাহায্যকারী হবে? সঙ্গী-সাথীরা (হাওয়ারিয়ুন) বললো: আমরা আল্লাহ্'র পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্'র প্রতি ঈমান এনেছি। আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম – আত্মসমর্পণকারী"। [সূরা আলি ইমরান: ৫২]

হিযবুত তাহ্রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ